



আমি কিভাবে নামাজ পড়বো?

প্রকৃত ইসলামের এই মহা নিদর্শন নামাজের পদ্ধতির ব্যাখ্যাসহ
কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় এই বইয়ে উপস্থাপন করা হলো।



আমি কিভাবে নামাজ পড়বো?

প্রকৃত ইসলামের এই মহা নিদর্শন নামাজের
পদ্ধতির ব্যাখ্যাসহ কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় এই
বইয়ে উপস্থাপন করা হলো।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সব জগতের সত্য প্রভু প্রকৃত উপাস্য মহান আল্লাহর জন্য এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবীগণ বা সহচারীগণের জন্য অতিশয় সম্মান ও শান্তি নির্ধারিত হোক।

অতঃপর প্রকৃত ইসলাম হলো সৎকর্ম সাধনের ধর্ম। আর সৎকর্ম সাধনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর মধ্যে এবং মানব জাতির মধ্যে সুসম্পর্ক। তদ্রূপ সৎকর্ম সাধনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন জাতির মানব সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক।

প্রকৃত উপাস্য মহান আল্লাহর মধ্যে এবং মানব সমাজের মধ্যে সব চেয়ে বেশি গভীর সুসম্পর্কের উপাদান হলো: নামাজ। আর এই নামাজই হলো মহান আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বা উপাসনা। নামাজের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়। এবং সে ওই পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর উপাসনা করে, যে পদ্ধতিতে তাকে মহান আল্লাহ তাঁর উপসনা করার আদেশ প্রদান করেছেন। আর সে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের সহিত। আর তাঁর নিকটে প্রার্থনা করে এবং শুভ কামনা করে তাঁকে ভালোবেসে ও ভয় করে এবং তাঁর উপরে আশা ও ভরসা রেখে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নামাজের মহা মর্যাদা রয়েছে। আর এই নামাজ হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

দুই সাক্ষ্য: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল, এই দুই কথার সাক্ষ্য প্রদানের পর নামাজই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সর্বোত্তম সৎকর্ম। আর নামাজই হলো জান্নাত লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বা উপাদান।

মহান আল্লাহ নামাজের দ্বারা মুসল্লির বা নামাজি ব্যক্তির মর্যাদা উচ্চ করেদেন, তার ছোটো ছোটো পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করেদেন। আর নামাজের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়ার কারণে তার জন্য পুণ্য লিখা হয়। আর যখনই সে মাসজিদে আসে বা যায়, তখনই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে আতিথেয়তার সামগ্রী প্ৰস্তুত করা হয়।



মুসল্লি বা নামাজি ব্যক্তি নামাজ পড়ার পর তার নামাজ পড়ার স্থানে বা মাসজিদে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করেন। আর এক নামাজ থেকে অন্য নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের ছোটো ছোটো পাপগুলিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করেদেন। ইহকাল ও পরকালে নামাজ হলো মুসল্লি বা নামাজি ব্যক্তির জন্য জ্যোতি। আর নামাজের মর্যাদা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি। এই বিষয়ে সব চেয়ে বড়ো দলিল হলো এই যে, এই নামাজ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি ফরজ করা হয়েছে, তাঁর মহা ফেরেশতা জিবরীল [আলাইহিস সালাম] এর মাধ্যমে ফরজ করা হয়নি। আর এই নামাজ ইসরা এবং মিরাজের সফরে আসমানে ফরজ করা হয়েছে, জমিনের উপরে ফরজ করা হয়নি।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ اٰتٰلُ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٥٥﴾ [العنكبوت: ٥٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি যে প্রত্যাদিষ্ট ঐশী বাণীর গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তুমি আবৃত্তি করো তার উপদেশ ও শিক্ষা মেনে চলার জন্য ও তার বিনিবারিত বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য। আর নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো। অবশ্যই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর স্মরণ হলো নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। আর তোমরা যে সমস্ত সৎ কাজ বা অসৎ কাজ করে থাকো, সে সমস্ত সৎ কাজ বা অসৎ কাজ সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। তাই তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত সৎ কাজ বা অসৎ কাজের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করবেন”। (সূরা আল আনকাবূত, আয়াত নং ৪৫)।

আর জাবের [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের দৃষ্টান্ত হলো ঠিক সেই পানিতে ভরা প্রবাহিত নদীর ন্যায়, যে নদী তোমাদের কোনো ব্যক্তির দরজার পাশে আছে; তাতে সে প্রত্যেকদিন পাঁচবার করে গোসল করে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪ -(৬৬৯)]।

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু

পৃষ্ঠা সংখ্যা

- | | | |
|----|---|----|
| 1 | নামাজের মধ্যে ঐকান্তিকতার সহিত হৃদয়ের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনম্রতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা। | 9 |
| 2 | ফরজ নামাজ | 13 |
| 3 | নামাজের কতকগুলি বিধিবিধান | 15 |
| 4 | আমি কিভাবে নামাজ পড়বো? | 17 |
| 5 | নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ | 32 |
| 6 | নামাজের মাকরুহসমূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ | 33 |
| 7 | অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ | 35 |
| 8 | মুসাফিরের নামাজ | 36 |
| 9 | নামাজের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর কতকগুলি বিশেষ বিধিবিধান | 37 |
| 10 | কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন | 40 |





নামাজের মধ্যে ঐকান্তিকতার সহিত হৃদয়ের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থিরতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা।

নামাজের মধ্যে বিনম্রতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা হলো নামাজের প্রাণ ও মূল বিষয়। আর বিনম্রতা ও প্রশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে এবং সুস্থিরতা ও সুশীলতার মাধ্যমে আর মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। এর সাথে সাথে নামাজে মনোযোগী হতে হবে। সুতরাং মন লাগিয়ে নামাজ পড়তে হবে। তাই নামাজের অবস্থায় নামাজ ছাড়া অন্য বিষয়ে মন লাগানো যাবে না। আর এর ফলে নামাজ পড়ার অবস্থায় ঐকান্তিকতার সহিত একাগ্রতা বজায় রাখতে হবে এবং মনকে বিক্ষিপ্ত করা যাবে না। আর নামাজ পড়ার অবস্থায় অসার কাজ পরিহার করতে হবে এবং নামাজের কাজ ছাড়া অকারণে নামাজের মধ্যে নড়াচড়া করা চলবে না।

আর নামাজের মধ্যে বিনম্রতা ও প্রশান্তি বজায় রাখার বিষয়ে অবহেলা করলে নামাজের সওয়াব বা পুণ্য কমে যাবে এবং মুসল্লি গুনাগার হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “মানুষ নামাজ পড়ার পরে নামাজ শেষ করে ফিরে যায়, কিন্তু সে তার নামাজের সওয়াব বা পুণ্য থেকে মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আবার কোনো কোনো লোক মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আর কোনো কোনো মুসল্লি মাত্র আট ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তি মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আর কোনো কোনো মানুষ মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আর কোনো কোনো লোক মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তি মাত্র চার ভাগের এক ভাগ অর্জন করতে পারে। আর কোনো কোনো মানুষ মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ এক ভাগ অর্জন করতে পারে। তবে কতকগুলি মানুষ আবার দুই ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক অর্জন করতে পারে”। [ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]।

আর নামাজের মধ্যে বিনম্রতা ও প্রশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় সহায়ক হয়। সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:



১ নামাজের মধ্যে বিনম্রতা ও প্রশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।



২ নামাজের পূর্বে মনোযোগ ধরে রাখা এবং মনকে বিক্ষিপ্ত করা হতে মুক্ত থাকা।



৩ সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং নামাজের উপযোগী সহজসাধ্য ভালো পোশাক পরিধান করা।



৪ সম্ভব হলে বাড়িতে ভালোভাবে ওজু করে নামাজের জন্য মাসজিদে উপস্থিত হওয়া



৫ সকল প্রকারের দুর্গন্ধমুক্ত হওয়া এবং কাপড় ও মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূরীভূত করা।



৬ নামাজের সময়ে ক্ষুধার্ত হলে প্রথমে খাবার খেতে শুরু করা উচিত। যাতে নামাজের অবস্থায় খাবারের দিকে মন না যায় আর মন বিক্ষিপ্ত না হয়।



নামাজ পড়ার পূর্বে যখন মলমূত্র ত্যাগের প্রবল প্রয়োজন হবে, তখন সেই অবস্থায় নামাজ না পড়ে আগে নিজের প্রবল প্রয়োজন পূরণ করে নেওয়ার পর নামাজ পড়া। যাতে নামাজের মধ্যে বিনম্রতা ও প্রশান্তি নষ্ট না হয়।



নামাজের জন্য ভদ্রতা ও প্রশান্তির সহিত মাসজিদে হেঁটে যাওয়া এবং নামাজ পড়তে যাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি বা ছুটছুটি না করা এবং অতি দ্রুতভাবে না চলা। যদিও নামাজের ইকামত দেওয়া হয়। কেননা এর মাধ্যমে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়।



নির্ধারিত দোয়াগুলি পাঠ করা: ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া, মাসজিদে যাওয়ার সময়ের দোয়া এবং মাসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করা।



মাসজিদে প্রবেশের সময় দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নাহ এবং নিয়মিত সুন্নাহে রাতেবা হিসেবে এই দুই রাকাত নামাজই যথেষ্ট হবে।



নামাজের জন্য ইকামতের অপেক্ষায় থাকার সময় মহান আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকা এবং পার্থিব বা জাগতিক বিষয়ে অন্য মুসল্লিদের সাথে কথা না বলা।



ফরজ নামাজ

মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির উপরে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়া ফরজ বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আর সেই পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে হলো: ফজরের নামাজ, জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ এবং ইশার নামাজ। এই সমস্ত নামাজের নির্ধারিত রাকাত এবং নির্ধারিত সময় রয়েছে। সেই নির্ধারিত রাকাত এবং নির্ধারিত সময় মোতাবেক নামাজ না পড়লে নামাজ সঠিক হবে না। আর আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কতকগুলি হাদীসের বিবরণ মোতাবেক নামাজের নির্ধারিত সময় জানা যায়। তদ্রূপ নির্ভরযোগ্য ঘড়ি অথবা নামাজের সময়মতো মুসলিমদের আজানের মাধ্যমেও নামাজের নির্ধারিত সময় জানা যায়।



নামাজের কতকগুলি বিধিবিধান

- ১ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যতই পাপ করুক না কেন, সে নামাজ ত্যাগ করতে পারে না; কেননা যে ব্যক্তি নামাজ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবে, সে আসলে মুসলিম নয়।
- ২ প্রকৃতপক্ষে পুরুষগণ মাসজিদে জামাতের সহিত নামাজ পড়বে। আর একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতের সহিত নামাজ পড়ার মহা মর্যাদা ও মহাপুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনো পবিত্র স্থানে নামাজ পড়বে, তার নামাজ সঠিক হবে। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: বাড়ি, রাস্তা এবং খালি জায়গা বা মরুভূমি।
- ৩ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তার লজ্জাস্থান আবৃত করা অপরিহার্য। আর তার প্রতি পবিত্রতা অর্জন করে নামাজে প্রবেশ করাও জরুরি। সেইরূপ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যদি ওজু করার পদ্ধতি না জানে, তাহলে সে ওজু করার পদ্ধতি অবশ্যই জেনে নিবে।
- ৪ মুসল্লি যদি ইমাম হয় অথবা নিঃসঙ্গ হয়ে একাকী নামাজ পড়ে, তাহলে তার জন্য উত্তম বিষয় হলো এই যে, সে নিজের সামনে সুতরা রেখে নামাজ পড়বে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, তার মাঝে এবং অন্য কোনো অতিক্রমকারী ব্যক্তির মাঝে একটি আড়াল করার কোনো বস্তু রেখে দিবে। যাতে তার সামনে দিয়ে কোনো ব্যক্তি অতিক্রম করলে, সে অস্থির বা বিক্ষিপ্ত ও অশান্ত না হয়ে যায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়: (পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে: ওজু করা এবং নোংরা বা অপবিত্র জিনিস থেকে শরীর এবং নামাজ পড়ার স্থান।)

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়: নামাজ সঠিক হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে: পবিত্রতা অর্জন করা, সংকল্প বা নিয়ত করা, কিবলা বা কাবা ঘরকে সামনে করা। এবং নামাজের সময় শুরু হওয়া।







আমি কিভাবে নামাজ পড়বো?

সচিত্রে নামাজের পদ্ধতির ব্যাখ্যা

চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ আমি কিভাবে পড়বো?

জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ এবং ইশার নামাজ এর সচিহ্নে নামাজ পড়ার পদ্ধতির ব্যাখ্যা।



১ কিবলা বা কাবা ঘরকে সামনে করা: আর পবিত্র শহর মক্কায় রয়েছে কিবলা বা কাবা ঘর। তাই মক্কার দিকে মুখমণ্ডল করলেই হবে। আর এই ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয় যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুলভাবে কিবলা বা কাবা ঘরকে সামনেই রাখবো। বরং সাধারণভাবে পবিত্র কাবা ঘরের দিকে মুখমণ্ডল করে নামাজ পড়লেই যথেষ্ট হবে।



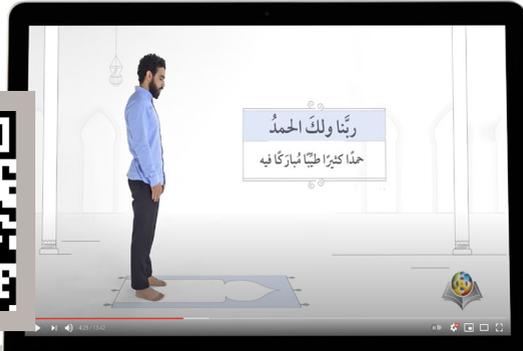
২ সংকল্প বা নিয়ত করা: আমরা সর্ব প্রথমে আমাদের হৃদয়ে নামাজ পড়ার সংকল্প বা নিয়ত করবো। তবে এই সংকল্প বা নিয়তের উচ্চারণ আমরা মৌখিকভাবে করবো না। অর্থাৎ: আমরা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করবো যে, আমরা এখন সেই নামাজ পড়ছি, যেই নামাজের এখন সময় হয়ে গেছে।



৩ তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করা:

ক আমরা আমাদের দুই হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের দুই লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আমাদের দুই হাতের তালু কিবলামুখী করে আল্লাহ্ আকবার বলবো। আর আল্লাহ্ আকবার শব্দটি অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করতে হবে।

খ তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করার পর প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষায় রয়েছে: আমরা আমাদের ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখবো। দুই হাতকে বুকে উপরে অথবা নাভির উপরে অথবা নাভির নীচে রাখবো। এই বিষয়ে আমাদের জন্য যা সহজ হবে, তা আমরা গ্রহণ করবো।



নামাজের শিক্ষণীয় পূর্ণ পদ্ধতি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন।

গ আমরা সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখবো এবং আকাশের দিকে দেখবো না এবং বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো না।

৪ নামাজ শুরু করার দোয়া পাঠ: নামাজ শুরু করার কতকগুলি দোয়া আছে, সেই সব দোয়ার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি দোয়া আমরা পাঠ করতে পারবো। আর ওই সব দোয়ার মধ্যে এই দোয়াটিও আছে:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا تَقْنِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.»

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার পাপগুলির মধ্যে এমনভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমনভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপ হতে এমনভাবে পরিস্কার করে দিন, যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত পাপ বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিস্কার করে দিন”।

৫ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা: অতএব আমরা পাঠ করবো:

“أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.”

অর্থ: “আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।

৬ সূরা ফাতিহা পাঠ করা: আমরা সূরা ফাতিহার একটি একটি আয়াত পাঠ করবো বিনয়ী হয়ে স্থিরতা বজায় রেখে। আর সূরা ফাতিহার মধ্যে বড়ো বড়ো অনেক দোয়া আছে; তাই তার শেষে আমরা আমীন বলবো। আর আমীন হলো একটি দোয়া। এর অর্থ হলো: হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। তবে আমীন শব্দটি সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

৭ পবিত্র কুরআনের যা সহজসাধ্য হবে তা পাঠ করা: আমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর পবিত্র কুরআন থেকে যে কোনো সূরা অথবা আয়াত পাঠ সম্পূর্ণ বা আংশিক করবো।





৮ রুকু করা:

- ক আমরা উভয় হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহ্ আকবার বলে দণ্ডায়মান অবস্থা হতে রুকু করার জন্য ঝুঁকে পড়বো।
- খ আমরা দুই হাতের দুই তালু দুই হাটুর উপরে রাখবো এবং দুই হাতের আঙ্গুলগুলিকে খোলাবস্থায় দুই হাটুর উপরে এমনভাবে রাখবো, যেন আমরা দুই হাটুকে আঁকড়ে ধরেছি।
- গ রুকুতে আমরা সুস্থিরতা, বিনম্রতা ও প্রশান্তি বজায় রাখবো এবং আমরা আমাদের পিঠ সোজা করে রাখবো, বক্র বা বাঁকা করে রাখবো না। আর আমরা সমানভাবে আমাদের মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবো। সুতরাং আমরা আমাদের মাথাকে পিঠের চেয়ে উঁচুনিচু করবো না।
- ঘ আমরা আমাদের দুই হাতকে দুই পাজর থেকে আলাদা রাখবো এবং একপাশে কাত হয়ে আমাদের এক গাল বা এক কপোলের দিকটি বেশি প্রকাশ করবো না।
- ঙ আমরা এই তাসবীহটি তিনবার বলবো:

“سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ”

অর্থ: “আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি”।

এই নিয়মটি হলো পরিপূর্ণতার সর্বনিম্ন স্তর। তাই আমরা ইচ্ছা করলে এই তাসবীহটি তিনবারের অধিক বলতে পারবো। আর এই তাসবীহটি একবার বললেও যথেষ্ট হবে। তবে রুকুতে আরো অন্যান্য জিকির পাঠ করা চলবে।





৯

রুকু থেকে সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া: আমরা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিবো। এরপর মুসল্লি বা নামাজি ব্যক্তি যদি ইমাম হয় অথবা নিঃসঙ্গ হয়ে একাকী নামাজ পড়ে, তাহলে সে বলবো:

"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"

অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন”।

আমরা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে, আমরা আমাদের হাত স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে পারি অথবা আমরা আমাদের ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখতে পারি রুকু করার পূর্বের পদ্ধতি মোতাবেক।



১০

বিনয়তার সহিত রুকু থেকে সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া: রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা বলবো:

"رَبَّنَا وَتَكَ الْحَمْدُ"

অর্থ: “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা”।

রুকু থেকে দণ্ডায়মান হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাতে প্রশান্তি বজায় রাখা সুন্নাত।





সিজদা করা:

ক

ক। আমরা জমিনের দিকে ঝুঁকে পড়বো এবং বলবো: আল্লাহ্ আকবার।

খ

আমরা সিজদায় যাওয়ার সময় জমিনে আগে দুই হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাত রাখবো অথবা আগে দুই হাত রাখার পূর্বে জমিনে দুই হাঁটু রাখবো। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে থেকে যেটি আমাদের জন্য সহজ হবে, সেটি আমরা গ্রহণ করবো।

গ

নামাজের অবস্থায় আমরা সাতটি অঙ্গের উপরে সিজদা করবো, আর সেই সাতটি অঙ্গ হলো:



- আমরা এই সাতটি অঙ্গের মধ্যে থেকে কোনো একটি অঙ্গের উপরে সিজদা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের অবহেলা করবো না।

- ঘ আমরা আমাদের দুই হাতের আঙ্গুলগুলিকে মিলিত অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে রাখবো। আর আমরা আমাদের দুই হাতের দুই তালু দুই কাঁধ অথবা দুই কানের সামনে রাখবো। তবে আমরা আমাদের দুই বাহু জমিনের উর্ধ্ব রাখবো।
- ঙ আমরা আমাদের দুই বাহুকে দুই পাঁজর থেকে আলাদা বা দূরে রাখবো যদি তাতে আমরা জামাতের সহিত নামাজ না পড়ি এবং আমাদের আশেপাশের লোকদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।
- চ আমরা আমাদের দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুখ করে রাখবো এবং দুই পায়ের পাতা আমরা খাড়া করে রাখবো আর দুই উরুর মাঝে ব্যবধান রাখবো এবং দুই উরুকে আমাদের পেট থেকে আলাদা বা দূরে রাখবো।
- ছ আমরা এই তাসবীহটি তিনবার বলবো:

“سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى”

অর্থ: “আমি আমার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি”।

এই নিয়মটি হলো পরিপূর্ণতার সর্বনিম্ন স্তর। তাই আমরা ইচ্ছা করলে এই তাসবীহটি তিনবারের অধিক বলতে পারবো। আর এই তাসবীহটি একবার বললেও যথেষ্ট হবে। তবে সিজদায় আমরা আরো বর্ণিত অন্যান্য তাসবীহ বা জিকির পাঠ করতে পারবো।

- জ আমরা আমাদের ইচ্ছামতো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য দোয়া করবো।



১২ সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসা: আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে নেওয়ার পর দুই সিজদার মধ্যে বসবো।





১৩ দুই সিজদার মধ্যে বসা:

ক আমরা বিনম্রতা ও প্রশান্তি বজায় রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসবো এবং ডান পা খাড়া করে রাখবো এবং ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুখ করে রাখবো। অথবা দুই পা খাড়া করে রাখবো এবং দুই পায়ের গোড়ালির উপরে বসবো।

খ আমরা আমাদের দুই বাহুকে প্রসারিত করে রাখবো। এবং আমরা আমাদের ডান বাহুকে ডান উরুর উপরে আর বাম বাহুকে বাম উরুর উপরে রাখবো হাঁটুর নিকটে কিংবা হাঁটুর উপরে।

গ আমরা এই দোয়াটি পাঠ করবো:

“رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي”

অর্থ: “হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!”



১৪ সিজদা করা: আমরা আল্লাহ আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদার জন্য বুকে পড়বো। আর দ্বিতীয় সিজদার পদ্ধতি হবে প্রথম সিজদার মতোই। এবং প্রথম সিজদায় যে তাসবীহটি পাঠ করা হয়েছে, সেই তাসবীহটি দ্বিতীয় সিজদায় পাঠ করতে হবে।



১৫ সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া: আল্লাহ আকবার বলে সিজদা থেকে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবো।





দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করবো, দ্বিতীয় রাকাত সেই পদ্ধতিতে পূর্ণ করবো, যে পদ্ধতিতে প্রথম রাকাত পূর্ণ করেছি।

- আমরা আমাদের দুই হাতকে বুকের উপরে রাখবো। (এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা আমাদের ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখবো। দুই হাতকে বুকে উপরে অথবা নাভির উপরে অথবা নাভির নীচে রাখবো। এই বিষয়ে আমাদের জন্য যা সহজ হবে, তা আমরা গ্রহণ করবো।) সূরা ফাতিহা পাঠ করবো এবং পবিত্র কুরআন থেকে যে কোনো সূরা অথবা যে কোনো সূরার অংশ বা আয়াত পাঠ করবো।
- এরপর আল্লাহ্ আকবার বলে রুকু করবো এবং রুকুতে যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।
- তারপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলবো:

“سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ”

অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন”।

- অতঃপর আমরা সোজা হয়ে পুরোপুরিভাবে দাঁড়িয়ে যাবো এবং বলবো:

“رَبَّنَا وَكَأَنَّكَ الْحَمْدُ”

অর্থ: “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা”।

- তারপরে আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা করার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকে পড়বো এবং সিজদায় যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ আমরা পাঠ করবো।
- অতঃপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে বসে যাবো এবং এই দোয়াটি পাঠ করবো:

“رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي”

অর্থ: “হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন”!

- এরপর আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা করবো এবং সিজদায় যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।



- ক আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে বসবো তাশাহুদ পাঠ করার জন্য। আর এই অবস্থায় বসার পদ্ধতি হলো এই যে, আমরা বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসবো এবং ডান পা খাড়া করে রাখবো। যেমনভাবে আমরা দুই সিজদার মাঝে বসেছিলাম।
- খ আমরা আমাদের ডান হাতকে ডান উরুর উপরে রাখবো। তবে তর্জনী আঙ্গুল ছাড়া সমস্ত আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবো এবং সেই তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করবো। অথবা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমা আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে গোলাকার করে রাখবো এবং তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবো। আর আমরা আমাদের বাম হাতকে বাম উরুর উপরে প্রসারিত করে রাখতে পারবো অথবা বাম হাঁটুকে বাম হাত দ্বারা ধরে রাখবো।
- গ আমরা তাশাহুদের সময় দৃষ্টি রাখবো তর্জনী আঙ্গুলের প্রতি।
- ঘ তারপর আমরা নিম্নরূপে তাশাহুদ পাঠ করবো:

”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“.

অর্থ: “যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসহ সমস্ত নামাজ ও সমস্ত পবিত্র কর্ম এবং সকল প্রকারের বড়ত্ব মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, করুণা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সমস্ত ন্যায়পরায়ণ ও সমস্ত পুণ্যবান মানুষের প্রতিও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সুপ্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল” ।





১৮ তাশাহুদ পাঠ করার পর দণ্ডায়মান হওয়া: আমরা তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবো এবং আমরা আমাদের দুই হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহ্ আকবার বলবো। এবং আমরা তৃতীয় রাকাত ওই পদ্ধতিতে পূর্ণ করবো, যে পদ্ধতিতে প্রথম রাকাত পূর্ণ করেছি। তবে এই তৃতীয় রাকাতে আমরা শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবো।

- এরপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে রুকু করবো এবং রুকুতে যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।
- রুকু থেকে দাঁড়াবার সময় আমরা বলবো: “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ”.
অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন”।
- এরপর আমরা সোজা হয়ে পুরোপুরিভাবে দাঁড়িয়ে যাবো এবং বলবো: “رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ”.
অর্থ: “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা”।
- তারপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা করবো এবং সিজদায় যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।
- অতঃপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে বসে যাবো এবং এই দোয়াটি পাঠ করবো: “رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي”.
অর্থ: “হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!”
- এরপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা করবো এবং সিজদায় যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।



১৯ সিজদা থেকে উঠে দণ্ডায়মান হওয়া: আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা থেকে চতুর্থ রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবো। এবং আমরা চতুর্থ রাকাত ওই পদ্ধতিতে পূর্ণ করবো, যে পদ্ধতিতে দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করেছি। তবে এই চতুর্থ রাকাতে আমরা শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবো।

- এরপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে রুকু করবো এবং রুকুতে যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।
- রুকু থেকে দাঁড়াবার সময় আমরা বলবো: “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ”.
অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন”।
- এরপর আমরা সোজা হয়ে পুরোপুরিভাবে দাঁড়িয়ে যাবো এবং বলবো: “رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ”
অর্থ: “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা”।
- তারপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা করবো এবং সিজদায় যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।
- অতঃপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে বসে যাবো এবং এই দোয়াটি পাঠ করবো: “رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي”.
অর্থ: “হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!”
- এরপর আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা করবো এবং সিজদায় যে তাসবীহ পাঠ করতে হয়, সেই তাসবীহ পাঠ করবো।



শেষ তাশাহুদ পাঠ করা:

ক আমরা আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে পড়বো এবং তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসে যাবো।

খ এই তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসার পদ্ধতি হলো তাওয়াররুক করা: আর তা হলো এই যে, আমরা স্বাভাবিকভাবে ইফতিরাশের মতো ডান পা খাড়া করে রাখবো এবং তার নীচ দিয়ে বাম পা বের করবো আর নিতম্বের উপর ভর দিয়ে মেবের উপরে বসবো।

গ আমরা নিম্নরূপে তাশাহুদ পাঠ করবো:

”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“.

অর্থ: “যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসহ সমস্ত নামাজ ও সমস্ত পবিত্র কর্ম এবং সকল প্রকারের বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, করুণা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সমস্ত ন্যায়পরায়ণ ও সমস্ত পুণ্যবান মানুষের প্রতিও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সুপ্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল”।

এরপর আমরা নিম্নরূপে ইবরাহীমী দরুদ পাঠ করবো:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“.

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর অনুসরণকারীগণকে এমনভাবে সম্মানিত করুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর অনুসরণকারীগণকে সম্মানিত করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর অনুসরণকারীগণকে যে সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেই সম্মান বা মর্যাদা এমনভাবে বলবৎ রাখুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের সম্মান বা মর্যাদা বলবৎ রেখেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত”।



অতঃপর যে সমস্ত দোয়া বা জিকির পবিত্র কুরআন বা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, সে সমস্ত দোয়া বা জিকির আমাদের জন্য পাঠ করা হলো সুন্নাত। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে:

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“.

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে, কবরের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের অমঙ্গল হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অমঙ্গলজনক পরীক্ষা হতে”।

অতঃপর আমরা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য আমাদের ইচ্ছামতো আরো দোয়া করতে পারবো।



সালাম ফিরানোর জন্য আমরা বলবো: আমরা আমাদের মুখমণ্ডল ডানদিকে ফিরিয়ে আমরা বলবো:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” (অর্থ: “আপনাদের প্রতি সর্ব প্রকার শান্তি ও আল্লাহর করুণা অবতীর্ণ হোক”।)

আবার আমরা আমাদের মুখমণ্ডল বামদিকে ফিরিয়ে আমরা বলবো:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ”

(অর্থ: “আপনাদের প্রতি সর্ব প্রকার শান্তি ও আল্লাহর করুণা অবতীর্ণ হোক”।)

এই ভাবে আমরা আমাদের নামাজের কাজ শেষ করতে পারবো।



সালাম ফিরানোর পর মুসল্লি বা নামাজি ব্যক্তির জন্য অল্প সময় ধরে বসা সুন্নাত এবং তিনবার

“أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ”.

অর্থ: “ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি”।

পাঠ করা মোস্তাহাব বা উত্তম। অতঃপর মুসল্লি বা নামাজি ব্যক্তি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পক্ষ থেকে যে সমস্ত দোয়া বা জিকির বর্ণিত হয়েছে, সে সমস্ত দোয়া বা জিকির পাঠ করবে।





দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজ এবং তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ আমি কিভাবে পড়বো?

- ক** যখন কোনো নামাজ দুই রাকাত বিশিষ্ট হবে, যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: ফজরের নামাজ, তখন আমরা দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসে যাবো। এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাশাহুদ বা আত্মহিয়াতু লিল্লাহি পাঠ করবো। এর সাথে সাথে আমরা ইবরাহীমী দরুদ পাঠ করবো তারপরে আমরা সালাম ফিরাবো।
- খ** যখন কোনো নামাজ তিন রাকাত বিশিষ্ট হবে, যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মাগরিবের নামাজ, তখন আমরা তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসে যাবো। এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাশাহুদ বা আত্মহিয়াতু লিল্লাহি পাঠ করবো। এর সাথে সাথে আমরা ইবরাহীমী দরুদ পাঠ করবো তারপরে আমরা সালাম ফিরাবো।

কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়:

- ১** যে সমস্ত নামাজে বসার ইফতিরাশ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, সে সমস্ত নামাজের বিবরণ হলো: দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজ। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: ফজরের নামাজ, জুমুয়ার নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজ। এই সমস্ত নামাজে ইফতিরাশ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আর তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম তাশাহুদের বৈঠকেও ইফতিরাশ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

আর ইফতিরাশ পদ্ধতি হলো: ডান পায়ের পাতাকে তার আঙ্গুলগুলির উপরে খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসাকে ইফতিরাশ পদ্ধতি বলা হয়।

- ২** যে সমস্ত নামাজে বসার তাওয়াররুক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, সে সমস্ত নামাজের বিবরণ হলো: তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ। সুতরাং তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ তাশাহুদের বৈঠকে তাওয়াররুক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

নামাজে বসার তাওয়াররুক পদ্ধতির বিবরণ কয়েকটি আছে। সেই সমস্ত বিবরণের মধ্যে একটি বিবরণ হলো এই যে, ডান পায়ের পাতাকে তার আঙ্গুলগুলির উপরে খাড়া করে রাখা এবং তার নীচ দিয়ে বাম পা বের করে দেওয়া আর নিতম্বের উপর ভর দিয়ে মেঝের উপরে বসা।

- ৩** যে ব্যক্তি তার নামাজে বসার ইফতিরাশ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে না অথবা যে ব্যক্তি তার নামাজে বসার তাওয়াররুক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে না; তার দেহ বড়ো ও প্রশস্ত হওয়ার কারণে বা তার পায়ের ব্যথার কারণে অথবা তার অন্য কোনো কারণে, তাহলে সে তার সুবিধা অনুসারে যেভাবে নামাজে বসতে পারবে, সেভাবেই বসবে। তাতে তার নামাজের কোনো সমস্যা হবে না।

নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

১. সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অকারণে নামাজের কোনো একটি শর্ত পূরণ না করা।
২. ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাজের কোনো একটি রুকন ছেড়ে দেওয়া।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের কোনো একটি ওয়াজিব বিষয় ছেড়ে দেওয়া।
৪. বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের মধ্যে নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে বেশি রত হওয়া এবং কথা বলা বা চলাফেরা করা।
৫. সশব্দে জোরে হাসি দেওয়া।
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের মধ্যে পানাহার করা।

নামাজের মধ্যে কিছু ভুলে যাওয়া অথবা ভুলবশত কিছু করে ফেলার বিষয়ে কতকগুলি বিধিবিধান রয়েছে। সেই সব বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করা মুসলিম ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নামাজের মধ্যে মকরুহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ:

নামাজের মধ্যে এমন কতকগুলি আচরণ রয়েছে যে, সেই সব আচরণের কারণে নামাজ বাতিল হয় না, কিন্তু সেই সব আচরণ নামাজের মধ্যে সম্পাদন করা হলো অপছন্দনীয় কাজ। তাই সেই সব আচরণ মুসলিম ব্যক্তির জন্য বর্জন করা উচিত। আর সেই সব আচরণের মধ্যে রয়েছে:

১. নামাজ পড়ার অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডানে বামে তাকানো বা দৃষ্টিপাত করা।
 ২. নামাজ পড়ার অবস্থায় হাত এবং মুখ বা দেহের অন্য কোনো অংশ নিয়ে অসার বা অনর্থক আচরণে লিপ্ত হওয়া। এবং আঙ্গুলগুলি ফোটানো আর আঙ্গুলগুলির খাঁজে খাঁজে আঙ্গুলগুলিকে আটকানো বা কোঁকড়ানো।
 ৩. এমন কোনো জিনিসকে সামনে রেখে নামাজ পড়া, যে জিনিসটি নামাজ হতে বেখেয়াল বা গাফিল করে।
 ৪. মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন নিয়ে নামাজ পড়া।
 ৫. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য কোনো সূরা পাঠ না করা।
 ৬. খিদার সময় খাবার সামনে থাকা সত্ত্বেও নামাজ পড়া।
 ৭. নামাজ পড়ার অবস্থায় কাপড় গুটিয়ে নেওয়া।
- ইত্যাদি।





অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ:

বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি সদাসর্বদা ফরজ নামাজ পড়া অপরিহার্য কর্তব্য। তবে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম নারীর মাসিক ঋতুশ্রাব অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তশ্রাব অবস্থায় নামাজ পড়া রহিত করা হয়েছে।

সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি সদাসর্বদা ফরজ নামাজ পড়া ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

তবে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং নামাজ পড়া তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে, তখন সে কী করবে?

মহান আল্লাহর একটি করুণা হলো এই যে, তিনি কোনো মানুষকে তার শক্তি ও সামর্থ্যের বেশি কিছু করার দায়িত্ব দেন না। তাই যখন কোনো প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং নামাজের জন্য সে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে যাবে, তখন নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে তার জন্য দাঁড়ানো বা দণ্ডায়মান হওয়া মকুফ হয়ে যাবে। সুতরাং সে বসে বসে নামাজ পড়বে। এবং নামাজের যে সমস্ত অবশিষ্ট জরুরি রুকুন বা করণীয় কাজ আছে, সে সমস্ত কাজ সে সাধ্যমতো পালন করবে। যদি সে রুকু ও সিজদা করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে তার সাধ্যমতো ইঙ্গিত করে নামাজ পড়বে। এবং তাতে রুকু ও সিজদা করার সময় ইঙ্গিত করবে, তবে সিজদা করার সময় রুকু করার চেয়ে বেশি ঝুঁকবে। আর সে যদি রুকু করতে সক্ষম হয়; তাহলে রুকু করবে আর যদি সে সিজদা করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে সে সিজদা করবে। মোট কথা সে যে কাজটি করার ক্ষমতা রাখবে, সেই কাজটি করবে। আর যে কাজটি করতে অক্ষম হবে, সেই কাজটি ইশারা বা ইঙ্গিতের সহিত পালন করবে।

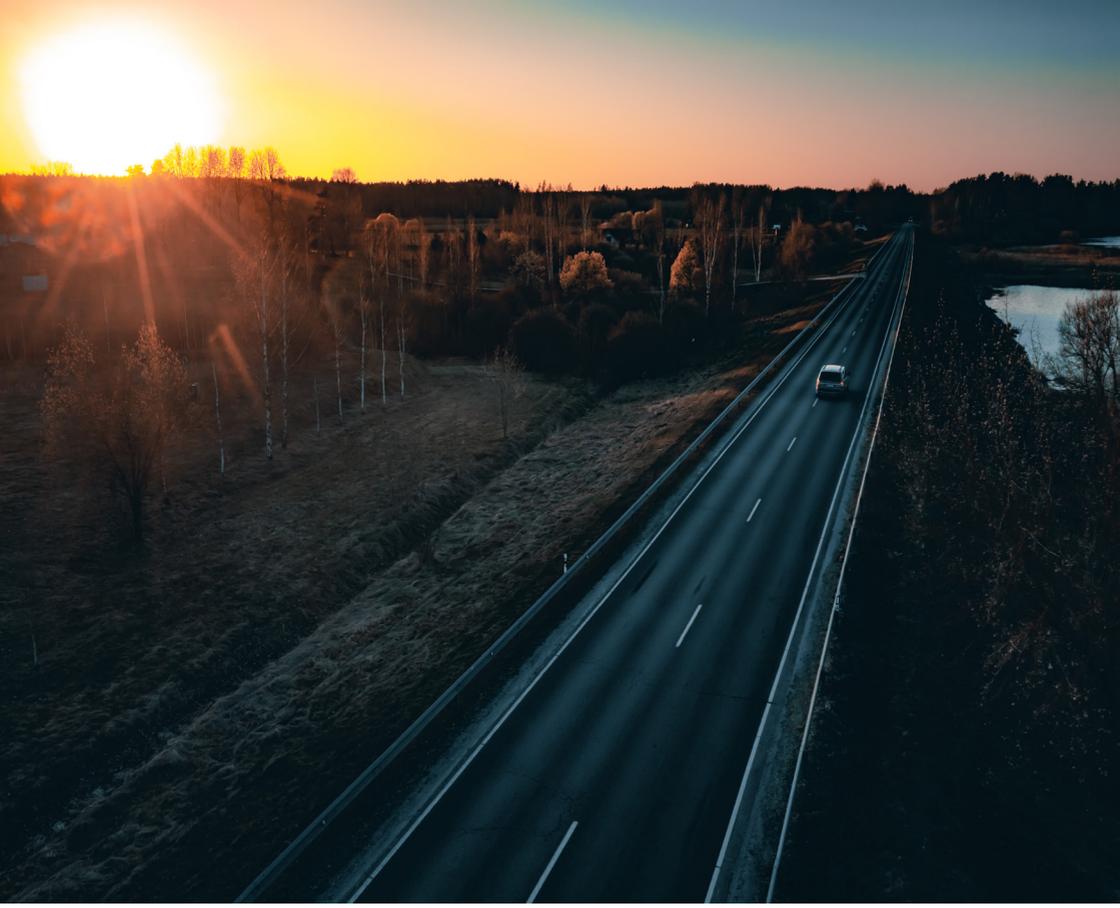
যদি সে অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামাজ পড়তে অক্ষম হয়; তাহলে সে তার পাঁজরের উপরে কাত হয়ে যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুখ করে ইশারা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে রুকু ও সিজদা করে নামাজ পড়বে।

যদি সে অসুস্থতার কারণে তার পাঁজরের উপরে কাত হয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হয়; তাহলে সে কেবলার দিকে পা করে চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে নামাজ পড়বে। তবে এই ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মাথা উঁচু করে রাখবে আর ইশারা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে রুকু ও সিজদা করবে।

যদি সে মাথা দিয়ে ইশারা বা ইঙ্গিত করতে অক্ষম হয়; তাহলে সে তার হৃদয়ে মনে মনে রুকু ও সিজদা করার নিয়ত করে নামাজ পড়বে।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নামাজ পড়ার বিধান:

অসুস্থ ব্যক্তি নামাজের অপরিহার্য বা করণীয় কাজের মধ্যে থেকে যে সমস্ত কাজ করতে সক্ষম হবে, সে সমস্ত কাজ করবে এবং যে সমস্ত কাজ করতে অক্ষম হবে, সে সমস্ত কাজ করা তার জন্য রহিত হয়ে যাবে।



মুসাফিরের নামাজ:

প্রকৃত ইসলামের একটি ছাড় ও উদারতার মধ্যে এই বিষয়টি রয়েছে যে, মুসাফিরের উপর থেকে কিছু বোঝা নামাজের ক্ষেত্রে লাঘব করা হয়েছে। তাই মুসাফিরের জন্য তার সফরের অবস্থায় অথবা তার সফরের সময় চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজকে কসর করে দুই রাকাত করে পড়ার বিধান রয়েছে। অতএব সে তিন ওয়াজের নামাজ যথা: জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ এবং ইশার নামাজ চার চার রাকাতের পরিবর্তে কেবলমাত্র দুই দুই রাকাত করে পড়বে।



নামাজের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর কতকগুলি বিশেষ বিধিবিধান:

কতকগুলি বিশেষ বিধিবিধান ব্যতীত নামাজের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর বিধিবিধান হলো পুরুষের বিধিবিধানের মতোই। সুতরাং যে সমস্ত বিষয়ে মুসলিম নারীর বিশেষ বিধিবিধান ও বৈশিষ্ট্য আলাদা রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ের বিবরণ নিম্নরূপে:

- নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থায় নমাজ পড়া রহিত হয়ে যায়। আর যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব অথবা নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব থেকে সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তার ছুটে যাওয়া নমাজ অন্য সময়ে কাজা হিসেবে পড়াও রহিত করা হয়েছে।
- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম নারীর প্রতি জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া জরুরি বা ওয়াজিব নয়।
- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম নারীর প্রতি জামাতে উপস্থিত হয়ে ফরজ নামাজ পড়া জরুরি বা ওয়াজিব নয়।
- নামাজ পড়ার সময়ে মুসলিম নারীর প্রতি তার মুখ ও হাত ব্যতীত সারা শরীর ঢেকে রাখা জরুরি বা ওয়াজিব।

উপসংহার:

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি: তিনি যেন আমাদেরকে এবং আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের এই মহা স্তম্ভ নামাজকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি ও সাহায্য প্রদান করেন, যেমনভাবে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর তাঁর কাছে আমরা এমনভাবে প্রার্থনা করি, যেমনভাবে তাঁর সুপ্রিয় বন্ধু ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: 40].

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আমার পরম প্রতিপালক! আমাকে আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী করুন আর আমার সন্তানদেরকেও নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী করুন, হে আমাদের পরম প্রতিপালক! আপনি আমার উপাসনা ও সৎকর্ম কবুল করুন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৪০)।

এই বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল। আর মহান আল্লাহই বেশি জানেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় ব্যক্তি ও নাবী মুহাম্মাদের প্রতি অতিশয় সম্মান, শান্তি ও কল্যাণ অবতীর্ণ করুন।





কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ সঠিক বাক্যের সামনে টিক চিহ্ন (✓) এবং ভুল বাক্যের সামনে এক্স চিহ্ন (x) দিন:

- নামাজ হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর মধ্যে এবং মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি নামাজে দাঁড়ায় প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করার জন্য।
- নামাজের মধ্যে বিনম্রতা ও প্রশান্তি বজায় রাখার প্রতি অবহেলা করলে, নামাজের পুণ্য বা সওয়াব কম হয়ে যাবে।
- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের সকল ব্যক্তির প্রতি নামাজ পড়া ফরজ বা অপরিহার্য, যদিও তারা অতিশয় পাপী হয় এবং তারা তাদের আত্মার প্রতি অন্যায় ও অপরাধ করে থাকে।
- কিবলা বলতে মক্কার দিক বুঝানো হয়।
- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির নামাজ নিয়ত ব্যতীত সঠিক হবে।
- সূরা ফাতিহা পাঠ করা হলো নামাজের একটি রুকন বা স্তম্ভ; তাই যারা সূরা ফাতিহা পাঠ করতে সক্ষম, তাদের নামাজ সূরা ফাতিহা ব্যতীত সঠিক হবে না।
- বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি সদাসর্বদা ফরজ নামাজ পড়া অপরিহার্য কর্তব্য। তবে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থায় তার প্রতি নামাজ পড়া রহিত করা হয়েছে।
- প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মুসাফিরের জন্য তার সফরের অবস্থায় অথবা তার সফরের সময় চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজকে কসর করে দুই রাকাত করে পড়ার বিধান রয়েছে।

- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম নারীর প্রতি জুমার বা জামাতের নামাজে উপস্থিত হওয়া জরুরি বা ওয়াজিব নয়।
- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হলে, সে বসে বসে নামাজ পড়লে, তার নামাজ সঠিক হবে।
- নামাজ পড়ার অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডানে বামে তাকানো বা দৃষ্টিপাত করা সঠিক কাজ।
- নামাজ পড়ার অবস্থায় কথা বলা বা পানাহার করা জায়েজ।
- যে ব্যক্তি কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে অথচ সে কিবলার দিক জানার বা জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা রাখে, তার নামাজ সঠিক হবে।
- যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার অবস্থায় সিজদা করার সময়ে নিজের দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি মেঝে থেকে উঠিয়ে নিবে, তার সিজদা সঠিক হবে না।





কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

২. যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার অবস্থায় তার নামাজের প্রথম রাকাতে দুটি সিজদার মধ্যে থেকে একটি সিজদা ভুলে গেছে, তারপর সে তার দ্বিতীয় রাকাতে স্মরণ করেছে যে, সে প্রথম রাকাতে একটি সিজদা ভুলে গেছে! অতএব সে তার প্রথম রাকাতে একটি সিজদা ভুলে যাওয়ার কারণে প্রথম রাকাতটি সঠিক হয়েছে কী?

হ্যাঁ না

৩. সঠিক উত্তর বেছে নিন:

১. প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি দিনরাত্তে ফরজ বা অপরিহার্য নামাজ হলো:

সাতটি পাঁচটি দশটি

২. নামাজ সঠিক হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে:

পরিত্রতা সংকল্প বা নিয়ত করা

কিবলা বা কাবা ঘরকে সামনে করা উপরে উল্লিখিত সবগুলি

৩. রুকুর মধ্যে যে সমস্ত বর্ণিত দোয়া বা জিকির রয়েছে, সে সমস্ত দোয়া বা জিকিরের মধ্যে হলো:

“سبحان ربي الأعلى”

অর্থ: “আমি আমার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি”।

“سبحان ربي العظيم”

অর্থ: “আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি”।

“الحمد لله رب العالمين”

অর্থ: “যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা”।

৪. তাশাঙ্হুদ পাঠ করে দণ্ডায়মান হওয়ার পর আমরা কী করবো?

আমরা আল্লাহু আকবার বলবো এবং দাঁড়িয়ে যাবো অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবো তারপর আমরা রুকু করবো।

আল্লাহু আকবার বলবো এবং সিজদা করবো।

৫. একজন মুসল্লি মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন নিয়ে নামাজ পড়লো; সুতরাং তার বিধান কী?

অপছন্দনীয় কাজ

নিষিদ্ধ

জায়েজ



কতকগুলি মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

৪ নিম্নের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন:

১. আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল, এই দুই কথার সাক্ষ্য প্রদানের পর সর্বোত্তম ইবাদতটি বা উপাসনাটি হলো:
২. মাগরিবের নামাজ হলো: রাকাত। কিন্তু জোহরের নামাজ হলো: রাকাত।
৩. আমরা “আল্লাহু আকবার” বলে নামাজ শুরু করবো এবং শেষ করবো দিয়ে।
৪. নামাজ পড়ার সময়ে মুসলিম নারীর প্রতি তার এবং ব্যতীত সারা শরীর ঢেকে রাখা জরুরি বা ওয়াজিব।

৫ নামাজের তিনটি মর্যাদা উল্লেখ করুন?

.....

.....

৬ নামাজ প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্বের বিষয়ে একটি দলিল উল্লেখ করুন?

.....

.....

.....

৭ শেষ তাশাহুদে নির্দিষ্ট বাক্যটি উল্লেখ করুন?

.....

.....

.....

৮ দুই সিজদার মাঝে বসার অবস্থায় নির্ধারিত পঠনীয় দোয়াটি কী?

.....

৯ সিজদার অবস্থায় বর্ণিত পঠনীয় দোয়াটি কী?

.....

১০ নামাজের মধ্যে বিনয়তা ও প্রশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে চারটি সহায়ক বিষয় উল্লেখ করুন?

.....

১১ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ কী কী রয়েছে?

.....

১২ একজন মুসল্লি নামাজ পড়ার জন্য চেয়ারে বসেছে; যেহেতু সে অন্য কোনো জিনিসের উপরে বসতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায় তার নামাজ সঠিক হবে কী?

.....

১৩ যে মুসল্লি ইচ্ছাকৃতভাবে তার নামাজের প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দিয়েছে, তার নামাজের বিধান কী?

.....

নামাজ হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতি দিনরাতে পাঁচ বার এই ফরজ নামাজ পড়ে থাকে। তাদের সামর্থ্য ও শক্তি থাকা পর্যন্ত তারা এই ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করে না। তারা তাদের আরামদায়ক ভালো ঘুমের কারণে বা তাদের কাজের ব্যস্ততার কারণে ফরজ নামাজ পরিহার করে না। নামাজ হলো জননীর সেই উষ্ণ কোলের মতো যে, শিশুকে যখনই ভীতি প্রদর্শন করা হয় বা ভয় দেখানো হয়, তখনই সে সেই কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এই নামাজ হলো এমন একটি মহা উপাসনা যে, মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের পর এই নামাজেরই জ্ঞান লাভ ও প্রচার করার প্রতি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির আগ্রহী হওয়া উচিত।

এই বইটিতে সহজ পন্থায় নামাজের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে নামাজের প্রারম্ভে আল্লাহ্ আকবার বলে তাকবিরে তাহরিমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত। এর সাথে সাথে এই বইটিতে নামাজের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

সেইরূপ আপনারা নামাজের পদ্ধতি বাস্তবরূপে জানার জন্য বারকোড স্ক্যান করে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন।



رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

4:25 / 13:42



বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের
বিষয়ে আলোচনা করুন



ইসলাম সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতি দিনরাতে পাঁচ বার এই ফরজ নামাজ পড়ে থাকে। তাদের সামর্থ্য ও শক্তি থাকা পর্যন্ত তারা এই ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করে না। তারা তাদের আরামদায়ক ভালো ঘুমের কারণে বা তাদের কাজের ব্যস্ততার কারণে ফরজ নামাজ পরিহার করে না। নামাজ হলো জননীর সেই উষ্ণ কোলের মতো যে, শিশুকে যখনই ভীতি প্রদর্শন করা হয় বা ভয় দেখানো হয়, তখনই সে সেই কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এই নামাজ হলো এমন একটি মহা উপাসনা যে, মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের পর এই নামাজেরই জ্ঞান লাভ ও প্রচার করার প্রতি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির আগ্রহী হওয়া উচিত।

এই বইটিতে সহজ পন্থায় নামাজের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে নামাজের প্রারম্ভে আল্লাহ আকবার বলে তাকবিরে তাহরিমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত। এর সাথে সাথে এই বইটিতে নামাজের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। সেইরূপ আপনারা নামাজের পদ্ধতি বাস্তবরূপে জানার জন্য বারকোড স্ক্যান করে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন।



osoulcenter



www.osoulcontent.org.sa

ওসুল স্টোরের মাধ্যমে এই বইটি এবং
আরো অন্যান্য বই ডাউনলোড করার জন্য



OSOUL
STORE

osoulstore.com

